আমাদের সংস্কৃতির অসীম অহংকার

একুশ

পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper From West Coast

একুশ মানে : বাংলা বলার প্রতিশ্রুতি
একুশ মানে : বাড়িয়ে দেয়া বন্ধুত্বের হাত
একুশ মানে : সত্য জয়ের অধিকার
একুশ মানে : সরাসরি কথা বলা
একুশ মানে : দেশের প্রতি নি:শর্ত ভালোবাসা
একুশ মানে : নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন

একুশ নিউজ মিডিয়া
Ekush News Media
6362-302 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028
Phone:: (818) 941 3876 / (213) 925 4652
Fax (877) 226-4524

কমিউনিটির মধ্যে ইনসুরেন্স জালিয়াতি থেকে সাবধান!

প্রবাসী সাবধান

একুশ ডেস্ক

লস এঞ্জেলেসে প্রবাসী কমিউনিটি বড় হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা সমৃদ্ধ হচ্ছে। জীবনযাত্রার মধ্যে স্থিতিশীলতার জন্য ইনসুরেন্সের চাহিদা বাড়ছে। ইনসুরেন্সের মার্কেটও অনেক বড়। তার মধ্যে রয়েছে লাইফ ইনসুরেন্স, কার ইনসুরেন্স, বিজনেস ইনসুরেন্স, বাড়ির ইনসুরেন্স, হেলথ ইনসুরেন্স ইত্যাদি। ▶পৃ..৩

Ekush (Bengali Community Newspaper)Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 10, September 11,2007 ▲ www.ekush.info ▲ সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৭, মঙ্গলবার ▲ ২৭ শাবান ১৪২৮ ▲ ভাদ্র ২৭, ১৪১৪

উচিতার ফোবানায় বাংলাদেশ এ্যাম্বাসেডর

ছবি: একুশ

এ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন কবির : *গণতান্ত্রিকতায় আমাদের বিভিন্ন মতামত থাকা স্বাভাবিক কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের প্রজন্মের প্রশ্নে আমাদের কোন পৃথক উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরার নিরলস প্রচেষ্টা উচিতায় অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশীদের দৃষ্টি কেড়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে।*

একুশ রিপোর্ট: উচিতায় অনুষ্ঠিত ফোবানায় বাংলাদেশের মাননীয় এ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন কবির উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বাংলাদেশী প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, প্রবাসে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে যেন একটি দেহ। কারণ আমরা সকলেই নিজ দেশকে ভালোবাসি। আমাদের সকলের পরিচয় একটি এবং উদ্দেশ্য এক যা নিজের দেশকে কেন্দ্র করে।

▶পৃ..২

লেবার ডে উইকেন্ডে উচিতা, ক্যানসাসে
২১তম ফোবানায়
নতুন প্রজন্ম ও মূলধারার সংমিশ্রণ

ছবি: একুশ

ফোবানার নবনিযুক্ত সেক্রেটারী ও চেয়ারম্যানএর সাক্ষাৎকার

ছবি: একুশ

এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী বেদারুল ইসলাম বাবলা ও নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান মীর চৌধুরী : *'দেয়ার ইজ নো এনি আদার ফোবানা, দিস ইজ ওনলি ওয়ান ফোবানা ইন নর্থ আমেরিকা'।*

একুশ নিউজ মিডিয়া

উচিতা, ক্যানসাসে অনুষ্ঠিত ফোবানার নব নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট জনাব মীর চৌধুরীকে একুশ-এর পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো ফোবানার চেয়ারম্যান হিসাবে আপনার পরিকল্পনা কি ? প্রতি উত্তরে তিনি জানান যে, বিগত বছরে ফোবানার মধ্যে ঐক্যের ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে তাকে রোধ করে ঐক্যবদ্ধতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে বাংলাদেশীদের সর্বোচ্চ সংগঠন এই ফেডারেশনের মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা সৃষ্টি করা। অপর একটি ফোবানার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে জনাব মীর চৌধুরী অস্বীকার করে বলেন, 'দেয়ার ইজ নো এনি আদার ফোবানা, দিস ইজ ওনলি ওয়ান ফোবানা ইন নর্থ আমেরিকা'। অন্যেরা যা করছেন তা হলো ফোবানার নাম দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে। তিনি সবাইকে প্রকৃত ফোবানার পতাকা তলে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। একই সাথে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী বেদারুল ইসলাম বাবলাকে তার পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমাদের ফোবানার মূলমন্ত্র হলো প্রবাসে মূলধারা ও নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন। এই শ্লোগানকে আরও সক্রিয়, সাফল্য ও বেগবান করার জন্য আমি সবাইকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে কাজ করবো। তার জন্য উত্তর আমেরিকাকে চারটি (৪) জোনে বিভক্ত করে সারা বছর মত বিনিময় ও টাউন হল মিটিং করে সকল প্রবাসীদের পরামর্শ, সহযোগিতার মাধ্যমে তৎপর থাকবো।

বন্যার আরো অবনতি ঃ লাখো মানুষ পানিবন্দী

আবারো বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে সিরাজগঞ্জ শহর ঃ

দেশে দ্বিতীয় দফা বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বন্যাদুর্গত এলাকার মানুষের দুর্ভোগ-দুর্গতি আরো বেড়েছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। চন্দনবাইশায় ও ধুনটের বানিয়াজান স্পার ধসে গেছে। ফরিদপুর জেলার ১৩টি ইউনিয়ন আবার তলিয়ে গেছে। গোয়ালন্দে পদ্মার পানি বিপদসীমার ৭০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা আরো বেড়েছে। কুষ্টিয়ায় হাজার হাজার বিঘা জমির সবজি ক্ষেত তলিয়ে গেছে। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর ১৫টি ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে লক্ষাধিক মানুষ। চকরিয়া ও পেকুয়ায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। মাতামুহুরীর পানি আরো বেড়েছে। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার একটি পৌর এলাকা ও ১৩টি ইউনিয়নের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। ধলাই নদী তীরের ১২টি স্থানে দেখা দিয়েছে তীব্র ভাঙন। গাইবান্ধায় পানিতে ডুবে এক শিশু মারা গেছে। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় তলিয়ে গেছে ৮০ ভাগ এলাকা। গত তিন দিনে জেলায় ৩৫ মিলিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ২ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এ জেলায়। আমাদের জামালপুর সংবাদদাতা জানান, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও কয়েক দিনের টানা বর্ষণে জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ফের বন্যার কারণে কয়েক শ' বানভাসি পরিবার বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা, উঁচু সড়ক, বাঁধ ও রেল লাইনে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। জেলার সাতটি উপজেলার ২৮টি ইউনিয়নের ▶শেষ পাতায়..

নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত ঃ

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ভ্যালী এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন

এনামুল হক এমরান

ছবি: একুশ

প্রেসিডেন্ট জনাব এনামুল হক এমরান : কমিউনিটির জন্য কাজ করার একাত্মতা ঘোষণা ▶পৃ.৬

ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার প্রথম দিন

আ'লীগ কার্যালয়ে সারাদিন ছিল নেতাকর্মীদের ভিড় বিএনপির কার্যালয়ের তালা খুলতে দেয়নি পুলিশ

ঘরোয়া রাজনীতি চালুর মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ দেশের রাজনৈতিক দলের অফিসের সামনে উৎসবমুখর পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। নেতাকর্মীরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ উলাস প্রকাশ করেছেন। নিজেদের মধ্যে কেউ কেউ করেছে মিষ্টি বিতরণ। তবে অন্য দলগুলোর অফিস খুলে দেওয়া হলেও বিএনপি অফিসের মূল ফটক পুলিশ খুলতে দেয়নি। এ সময় খালেদা সমর্থক নেতা.কর্মীদের অফিসের সামনে ভিড় করতে দেখা যায়। তবে মান্নান ভূঁইয়া পন্থিদের কাউকে দেখা যায়নি।

সরেজমিন দেখা গেছে, গতকাল দুপুরে বিএনপির নয়াপল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে খালেদা জিয়া সমর্থিত অংশ ব্যাপক শো.ডাউন করেছে। দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটে দলের নবনিযুক্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আরএ গনি বিএনপি অফিসের সামনে উপস্থিত হলে মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানানো হয়। এ সময় শ' শ' নেতাকর্মী আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে। সাধারণ কর্মীদের কেউ কেউ সংস্কারপন্থি নেতাদের নাম ধরে তাদের খুঁজতে থাকে। এ সময় অনেকের মারমুখী চেহারা দেখা যায়। পুলিশ বিএনপি অফিসের চারপাশ ঘিরে রাখে।

খোন্দকার দেলোয়ার প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। দলীয় কার্যালয়ে ঢুকতে না দেওয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষণা ভঙ্গের অভিযোগ করেন বিএনপির নতুন মহাসচিব। তিনি বলেন, ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরও মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করতে দলের কার্যালয়ে ঢুকতে না দিয়ে সরকার আমার রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করেছে। তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। নেতাকর্মীরা এ সময় খালেদা জিয়ার পক্ষে স্লোগান দেন। একটি প্রাইভেটকারে খোন্দকার দেলোয়ার বিএনপি অফিসের সামনে এসে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে মূল দরজার বন্ধ কলাপসিবল গেটের কাছে যান। পুলিশের অর্ধ শতাধিক সদস্য এ সময় গেটের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। তিনি কর্তব্যরত পুলিশের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমি বিএনপির মহাসচিব- অফিস করতে এসেছি, আমাকে ঢুকতে দিন। জবাবে ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না। এ সময় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি চলে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেন, ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। অনুমতি ছাড়া ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এ পর্যায়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে খোন্দকার দেলোয়ার বলেন, আপনারাই দেখুন ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে সরকার কী ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে? একদিকে তারা বলছে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে আমাকে বিএনপি অফিসের ভেতর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এ ঘটনা মৌলিক অধিকার পরিপন্থি।

▶শেষ পাতায়..

২০০৮ এর অক্টোবর বা নভেম্বরেই নির্বাচন!

মাহফুজ স্বপন: ঘরোয়া রাজনীতি ওপর থেকে সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কারণে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। এখন জাতির কাছে দেয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি পূরণপূর্বক সুষ্ঠুভাবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আগামী ২০০৮ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসের মধ্যেই নির্বাচন আয়োজন করা যায় কিনা, চলছে সেই চিন্তা-ভাবনাও। এছাড়া প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দেয়ার আগে দলের অভ্যন্তরে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ড. এটিএম শামসুল হুদা সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

সিইসি বলেন, সরকারের এ সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়োপযোগী হয়েছে। এখনই এ সিদ্ধান্ত না নিলে হয়তো কমিশনকে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হত। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গত রোববার প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা শেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ফোনে আমাকে অভিনন্দন জানানো হয়। দলগুলো ইসির সকল কাজে সহায়তারও আশ্বাস দেয়। প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ সূত্রে নির্বাচনের প্রকৃত ডেডলাইন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সিইসি আরও বলেন, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রোডম্যাপে আছে; এটা শেষ সময়সীমা; এর আগেই অক্টোবর বা নভেম্বরে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

সিইসি জানান, ৩০টি স্থানে ছবিসহ ভোটারতালিকার কাজ চলছে। ব্যাপকভিত্তিতে কাজ শুরু করার জন্য মালামাল ক্রয়ের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

স্বাগত মাহে রমজান

আনিসুর রহমান

সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা

বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মুমীন মুসলমানগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে পবিত্র রমজান মাসের জন্য। কারণ রমজান মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের সুসংবাদ নিয়ে বছর ঘুরে বার বার আমাদের মাঝে আসে। এই মাসের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি মুমিন নিজেদেরকে শুধরে নিতে সচেষ্ট হয় এবং তাকওয়ার (আল্লাহ-ভীতি) মানে আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে সবাই প্রচেষ্টা চালায়। আর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সেই তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি) অর্জন করা যায়, যা হচ্ছে মাহে রমজানের প্রধান উদ্দেশ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, ''ইয়া আইয়ু হাল্লাজিন আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম, কাম কুতিবা আ-লাল্লাজিনা মি কুলিকুম লা আল্লাকুম তাত্তাকুন''। অর্থ - ''হে ঈমানদারগণ তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যও ফরজ করা হয়েছিলো। সম্ভবতঃ এ থেকে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ্‌র ভয়) অর্জন করতে পারবে''। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা গেলো রোজার উদ্দেশ্য। তবে সম্ভবতঃ কথা দিয়ে একটু সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, সবাই তাহলে তাকওয়া অর্জন নাও করতে পারে। এ ব্যাপারে রসুল (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারবে না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই।'(বুখারী শরীফ) অর্থাৎ মিথ্যা কথা ও কাজসহ সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সিয়াম সাধনায় রত একজন ব্যক্তিই শুধু তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। হাদীসে আছে এমনকি কেউ ঝগড়া করতে আসলে রাসুল (সঃ) বলেছেন, তাকে বলে দাও আমি রোজাদার। আর তাইতো একজন তাকওয়াবান মানুষ মানেই সকল ভালো গুণের অর্থাৎ সৎ গুণের অধিকারী ব্যক্তি। আরো একটি কারণে রমজান মাস এতো পবিত্র ও মহিমান্বিত, তাহলো এ মাসেই পবিত্র কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিতে কিছু লেখার আশা রইলো। আর কয়েকটা দিন পরেই রমজান মাস। আসুন আমরা সবাই সেই রমজান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য শারিরীক, মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আগামী মাহে রমজান বিশ্ব মুসলমানদের জন্য বয়ে আনুক শান্তির বার্তা এবং আমাদের প্রত্যেকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে তৌফিক কামনা করে আপাততঃ শেষ করছি অ-মা তৌফিকি ইল্লাবিল্লাহ।

আজ সেই
নাইন ইলেভেন

এইচ এম বাবু: একটা বিকট শব্দ! নিমিষেই গগণচুম্বি অট্টালিকার ধস। সঙ্গে ২৭৯২টি তাজা প্রাণ ঝরে যাওয়া এবং হাজারের বেশি অর্ধমৃত মানুষের মুখ। দিনটি ছিল ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। সময় সকাল ৮টা ৪৬ মিনিট। শুধু তাই নয়, নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে আঘাত হানার পরপরই দ্বিতীয় আঘাতটি সহ্য করতে হয় পেন্টাগনকে ৯টা ৫৯ মিনিটে। ক্ষণিকেই নিস্তব্ধ চর্তুদিক। গুমোট আর্তনাদ, হাহাকার, রক্তাত্ব রাজপথ আর ধোঁয়াটে পুরো নগরী। এ হামলার দায় স্বীকার করে নেয় আল কায়েদা। হামলার ৭ বছর পেরুলো আজ। ফুল হাতে আর মোমবাতি জ্বালিয়ে গ্রাউন্ড জিরোতে আজ একত্রিত হবেন স্বজনহারারা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আর অশ্রু বিসর্জন দেবেন সেই ভয়াবহ দিনের কথা মনে করে।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় ৯/১১-এর আরও তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকাবাসীর কাছে। ১৯৭০-৭৩ সাল নাগাদ আকাশছোঁয়া অট্টালিকাগুলো যখন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হচ্ছিল তখন মার্কিন সিআইএ বাহিনী চিলির জনগণের মতামত, গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলাটিপে হত্যা করে এক কৃত্রিম অভুত্থ্যান ঘটায়। যার ফলে চিলির রাজপথে প্রতিবাদের এল-নিনো ওঠে। মার্কিন মদদপুষ্ট চিলির সামরিক প্রধান পিনোশের নেতৃত্বে ৭ হাজার প্রাণের প্রতিবাদী ভাষা বেয়নেট, বারুদ বোমার কাছে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আহত হয় হাজার হাজার চিলিয়ান। বামপন্থি জোটের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তাকে সেদিনই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সে দিনটিও ছিল ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

এদিন চিলি থেকে দেশান্তরী হন সহস্র কবি, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি ও প্রগতিশীল মুক্তমনা মানুষ। সিআইএয়ের শিকার হন নোবেলজয়ী কবি সাহিত্যিক ও চিলির বাম রাজনীতির পুরোধা পাবলো নেরুদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন– 'অতীত হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু'। ২০০১ এর ৯/১১, ১৯৭৩ এর ৯/১১'র শোকে কাতর, ন্যূজ ইতিহাস। ভাবীপথে এ ৯/১১-এর হর্তাকর্তাদের কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তারও সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস। সম্পাদনা: দীপঙ্কর লাহিড়ী

রোজা ও ঈদের তারিখ ঘোষণা

একুশ ডেস্ক

শুক্রবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ জুম্মায় ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া ঘোষণা দেয় যে, ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে প্রথম রোজা শুরু হবে। অর্থাৎ তারাবীহ ও সেহেরী দিবাগত রাতে (১২ সেপ্টেম্বর) হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া মক্কার অনুসরণ করে রোজা এবং ঈদ পালন করতে যাচ্ছে। অতএব আগামী ১৩ অক্টোবর, ২০০৭, শনিবার ঈদ অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভবতঃ ৮ অক্টোবর (দিবাগত রাতে) লায়লাতুল কদর। এখানে উল্লেখ করে বলেন, আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে রোজা বা ঈদের দিন ধার্য্য করি। ক্যালকুলেশন বিজ্ঞানসম্মত। ক্যালকুলেশন অনুযায়ী দিনক্ষণ নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ ডঃ মেহের হাতুত বলেন, বৃটিশ সময়কে গ্রীনিচ শহরের সময়কে কেন্দ্র বিন্দু করে বিশ্বের সময়কে মান্য করে যা সকলেই অনুসরণ করছে। তদরূপ মুসলিম মক্কাকে অনুসরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে কোন বিতর্ক না থাকলে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

লস এঞ্জেলেসে মুসলিম উম্মাহর পিকনিক অনুষ্ঠিত

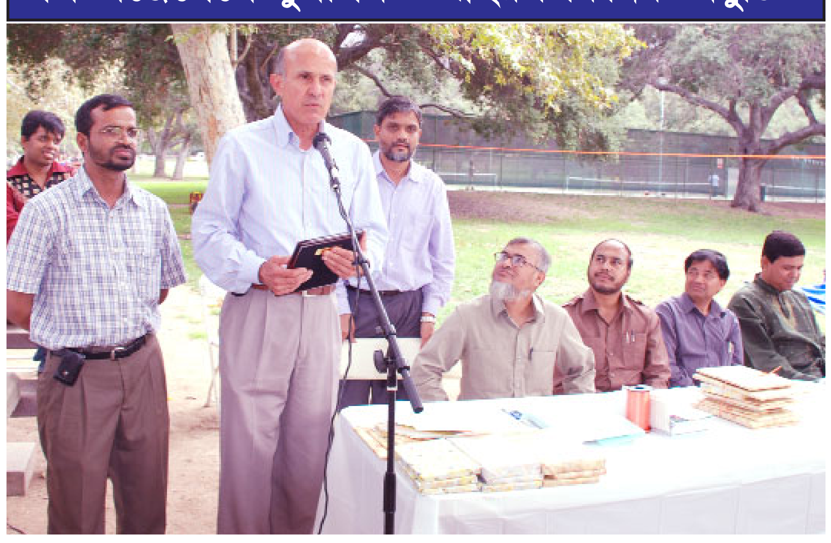

মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (MUNA) সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া চ্যাপ্টারের বার্ষিক পিকনিকে লস এঞ্জেলেসের কাউন্ট্রি শেরিফ প্রধান শেরিফ লী বাকা বক্তব্য রাখছেন। ছবি-একুশ। ▶পৃ..৬

মাতৃভূমির সেবায় প্রবাসে সক্রিয় রাজনীতি কি অপরিহার্য্য ? *(একুশ-এর চলমান আলোচনা-অংশ নিন)*

প্রবাসে স্বদেশের রাজনীতি ও তার দলীয় কর্ম তৎপরতা করা কি উচিত না অনুচিত ?

একুশ ডেস্ক

প্রবাসী ব্যক্তিবর্গের অনেকেই বাংলাদেশের রাজনীতি এদেশে সরাসরি শাখা-প্রশাখা গঠন করে বিনা রেজিস্ট্রেশনে সংগঠন পরিচালনা করছেন। এমন কি একই দলের দুই গ্রুপ পাশাপাশি কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও অন্য দেশের রাজনীতি এদেশে বসে পরিচালনা করা নিষিদ্ধ। সমর্থক আর সক্রিয় দলের পদাধিকার বলে পরিচালনা এক কথা নয়। বাংলাদেশে যদি আমেরিকার দল গঠন করে তা পরিচালনা করতে না দেয় বা বৈধ না হয় তাহলে এদেশে কিভাবে বৈধ হতে পারে ? অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই ধরণের দলীয় কর্ম তৎপরতা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে। দেশের প্রকৃত মঙ্গল সম্ভব যদি প্রবাসীবৃন্দ মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং ব্লক ভোটের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তাহলে প্রবাসী নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির জন্য যে উপকার করতে পারবে তা দলীয় কোন্দলে কোন ফায়দা হবে না। প্রবাসে স্বদেশী দলীয় রাজনীতি করা উচিত বা অনুচিত এ নিয়ে কমিউনিটির মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিতর্কের ঝড়কে সামনে রেখে চালু হচ্ছে বাংলাদেশ দলীয় রাজনীতির চর্চা প্রবাসে করা উচিত কিনা। একুশ আপনাদের কাছে পক্ষে বা বিপক্ষের মতামত আহ্বান জানাচ্ছে।

আরকার কলাম
বাংলাদেশী আমেরিকানদের জন্য বাংলাদেশের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিপজ্জনক

বছরখানেক আগে এই পত্রিকার এ কলামেই মন্তব্য প্রতিবেদন করা হয়েছিলো যে বাংলাদেশী আমেরিকানদের জন্য বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে রাজনীতি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিকল্প কোন উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমির সেবা করবার প্রচেষ্টা নেওয়ারও উল্লেখ ছিলো প্রতিবেদনটিতে। আজকের লেখাটি সে প্রসঙ্গেই তবে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের শাখা রয়েছে বলে দাবী করা হয় এবং ঐসব শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। সচিত্র প্রতিবেদন, বক্তৃতা, লিখিত বিবৃতি ঐসব কার্যক্রমের অংশ। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ ঐসব রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ নিয়ে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানেই আন্দোলন কার্যক্রম ইত্যাদি চালাচ্ছেন। এ পর্যন্ত সামান্য কথা কাটাকাটি, হালকা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, টুকটাক কটুবাক্য প্রয়োগ ছাড়া এরা এখনও তেমন কোন ঝামেলার মুখোমুখি হয়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ দেশের সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন বড় বাধার মুখে পড়েছেন বলেও শোনা যায়নি। তাহলে সমস্যাটা কি ? বিপদের আশংকাটাই বা কোথায় ? ▶শেষ পাতায়

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রবাসীর অভিমত

একুশ ডেস্ক

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত ষড়যন্ত্রের যে রূপরেখা প্রচারিত হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসীদের মধ্যে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনা উঠেছে। এ প্রসংগে বিতর্ক দেখা দিয়েছে যে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চলতে দেওয়া উচিত কিনা ? এ দেশের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির কোন চিহ্ন বা নাম গন্ধ নাই। তার অর্থ এই নয় যে, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অসচেতন। প্রবাসীদের কাছে একুশ-এর পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত কিনা এবং শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সাথে দলীয় রাজনীতি করা সঠিক কিনা ? এই সকল বিষয়ের উপর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মতামত আগামীতে একুশ পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে,কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি করা নিষিদ্ধ। যেমন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ভর্তির সময় ক্যাম্পাসে রাজনীতি না করার জন্য দস্তখতে স্বাক্ষর করতে হয়। ফলে কেউ যদি সক্রিয়ভাবে ক্যাম্পাসে রাজনীতি করে তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে।

প্রবাসে স্বদেশী রাজনীতি নিয়ে নারীদের ভাবনা

একুশ প্রতিবেদন

প্রবাসে রাজনীতি নিয়ে অতীতে অনেক লেখালেখি হয়েছে। রাজনীতি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। রাজনীতি নিয়ে আছে নানা তর্ক বিতর্ক। তারপর দেশে যারা রাজনীতি করেন আর বিদেশে বসে যারা রাজনীতি করেন এই দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। যতদূর জানা যায়, যারা এ দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছে তাদেরকে এ দেশের মূলধারার রাজনীতি করতে হবে, অন্য কোন রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবে না, যদিও করে তাহলে ঘরোয়া পরিবেশে সমর্থন করতে হবে। বাস্তবে দেখা যায় এখানে রাজনীতি নিয়ে দলাদলি, রেষারেষি এমনকি হাতাহাতি পর্যন্তও চলে। এরপর আছে রাজনৈতিক কোন্দল। বড় একটা রাজনৈতিক দল নিয়ে দলাদলি প্রয়োজনে দুইটা, তিনটা দল গঠন করতেও প্রস্তুত। বলা যায় আওয়ামী লীগ-এর কথা। লস এঞ্জেলেস শহরে আওয়ামী লীগের আছে ২টা গ্রুপ। আবার যারা বিএনপি করে তারা প্রয়োজনে স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে দল রদ বদলও করে। এতে করে রাজনৈতিক দলগুলো হাসির খোরাকও হয়েছে বহু বার। প্রবাসী বাঙালি নারী সমাজ প্রবাসে রাজনীতি নিয়ে কি ভাবেন তা তুলে ধরাই হলো আজকের আয়োজন। ▶পৃ..৩

চেতনায় বাংলাদেশ

মুকতাদীর চৌধুরী তরুণ

বেশ কিছুকাল থেকেই লক্ষ্য করছি এক ধরণের সংকোচ ও শংকা আমাকে এবং আমাদের সবাইকে ভীষণ বিব্রত করে। আমাদের ছেলেমেয়ে যাদের বয়সসীমা এগারো থেকে বিশ বছর (১১ -২০) তারা প্রায় সময় বিভিন্ন অচার-অনুষ্ঠানে যখন সব বিচিত্র অপ্রীতিকর দ্রষ্টব্য এবং দৃশ্যমান কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে তখন সরাসরি আমাদের বলে, ''খুব ডিসএপয়েন্টিং। ▶পৃ..৩

বাংলাদেশী রাজনীতির বৈধতা

সৈয়দ এম হোসেন বাবু

প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনীতির বৈধতা কতটুকু আছে? আমার যতটুকু ধারণা বিদেশে বসবাস করে স্বদেশের কোন প্রকার রাজনীতি করা আইনগতভাবে তা অবৈধ। তারপরও আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নিজেদের ছবি ও উচ্চ পদের অধিকারী যেমন - প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, প্রচার সম্পাদক ইত্যাদি, ইত্যাদির খবর খবরের কাগজে ছাপিয়ে কমিউনিটির মাঝে প্রচার করে তিনি ▶পৃ..৫

দৃষ্টির দিগন্তকে প্রসারিত করিতে হইবে

কুপমন্ডুকতা পরিহার করুন

ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন

নলকূপের প্রচলন হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় পানির জন্য কূপ খনন করা হইত। সেই কূপে এক ধরণের ব্যাঙের জন্ম হইতো। এই ব্যাঙগুলোকে গ্রামদেশে ''কুয়ার ব্যাঙ'' বলতো। এই সমস্ত কুয়ার ব্যাঙের সাধ্যই ছিলো না বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্ব অনুভব করা। কারণ সূর্যের আলো এই কূপের তলদেশ পর্যন্ত পৌছাইতো না। এই কুয়ার ব্যাঙের সঙ্গে নদী, পুকুর, খাল ও বিলের ব্যাঙের পার্থক্য আছে। খাল-বিলের ব্যাঙের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কিছুটা পরিচয় ঘটে।

সংস্কৃত ভাষায় ব্যাঙকে 'মন্ডুক' বলা হয়। সেই হইতে 'কূপমন্ডুক, অর্থাৎ কুয়োর ব্যাঙ শব্দটির উদ্ভব। আর সে কারণেই প্রাচীন আমল হইতে আমাদের দেশে সংকীর্ণমনা মানুষকে কূপের ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা করা হইতো। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে যাহারা উঠিতে পারে না, নিজের প্রিয় পরিচিত গন্ডীর বাহিরে তাকাইবার যাহাদের ইচ্ছা, যোগ্যতা বা মনোবল কোনটাই নাই, তাহাদেরকে কূপমন্ডুক বলা সে কারণেই সঙ্গত। সেজন্যই আমদের দেশের খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিকরা মানুষকে আঞ্চলিকতা, ▶পৃ..৫